Released 14-7-1950

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!



আই·এন·এ, পিক্‌চার্সের

নিবেদন

# মাইকেল
# মধুসূদন

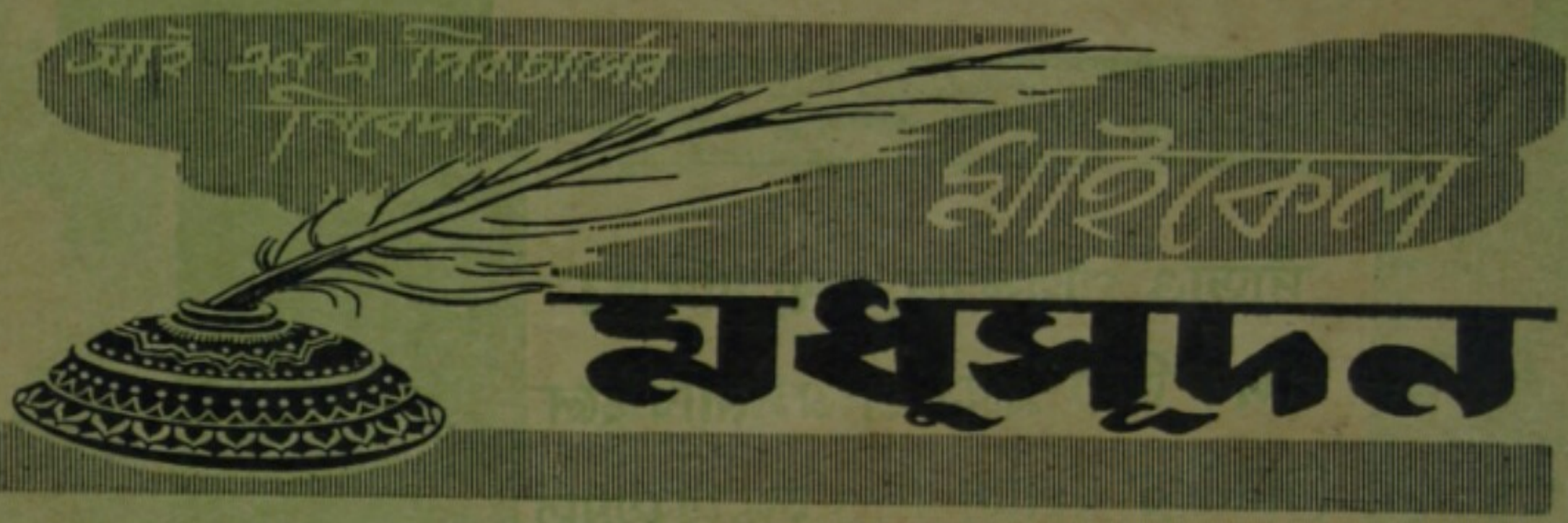

# মধুসূদন

প্রযোজনা ঃ মণি গুহ

●

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ মধু বোস

একমাত্র পরিবেশক

## ইনা ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিমিটেড

১৭৯।১এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩

## সংগঠনকারী —

| | | |
|---|---|---|
| শিল্প-নির্দ্দেশক | ... | চারু রায় |
| সুর-শিল্পী | ... ... | চিত্ত রায় |
| আলোক-চিত্র | ... | জি, কে, মেহতা |
| শব্দ-নিয়ন্ত্রণ | ... | বাণী দত্ত |
| গীত-রচনা | ... | প্রণব রায় |
| সম্পাদনা | ... | ...শ্যাম দাস ও শিব ভট্টাচার্য্য |
| ব্যবস্থাপক | ... | ...দেবেন বোস |
| কারু-শিল্প | ... | গণেশ বসাক |
| রূপ-সজ্জা | ... | বিভুতি মুখার্জ্জী ও কালিদাস দাস |
| আলোক-সম্পাত | ... | হরেণ গাঙ্গুলী |
| স্থির-চিত্র | ... | ষ্টিল ফটো সার্ভিস |
| অর্কেষ্ট্রা | ... | সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা |

## সহকারিবৃন্দ

| | |
|---|---|
| পরিচালনা | বিমলচন্দ্র ঘোষ (কবি) ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় |
| আলোক-চিত্র | সর্ব্বেশ্বর শেঠ ও গোরা মল্লিক |
| ব্যবস্থাপক | রাম সাহু ও আশু দাস |
| শব্দ-নিয়ন্ত্রণ | তপন সান্যাল ও ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায় |
| আলোক-সম্পাত | গণেশ ও সুধীর |
| কারু-শিল্প | বেনারসী শর্ম্মা |
| রূপ-সজ্জা | যমুনা দাস ও বৈজনাথ শর্ম্মা |

আর, সি, এ, শব্দ-যন্ত্রে
ক্যালকাটা ম্যুভিটোন ষ্টুডিওতে গৃহীত

●

বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

# শ্রীমধুসূদন

| | |
|---|---|
| মাইকেল মধুসূদন | উৎপল দত্ত |
| হেন্‌রিয়েটা | দেবযানী |
| রাজনারায়ণ দত্ত | অহীন্দ্র চৌধুরী |
| জাহ্নবী দেবী | মলিনা |
| রেবেকা | মিরিয়ম ষ্টার্ক |
| বিদ্যাসাগর | অবিনাশ দাস |
| গৌর বসাক | বাণীব্রত মুখার্জ্জী |
| রঘু | প্রীতিকুমার মজুমদার |

—ঃ অন্যান্য ভূমিকায় ঃ—

শ্রীপতি চৌধুরী, হারাধন ব্যানার্জ্জি, জ্যোতির্ম্ময় কুমার, বিপিন মুখার্জ্জি, অজিত ব্যানার্জ্জি, আদিত্য কুমার ঘোষ, সত্য ভট্টাচার্য্য, প্রতাপ ব্যানার্জ্জি, জীবন ঘোষ, বিমল মুখার্জ্জি, বলীন সোম, নির্ম্মল ব্যানার্জ্জি, জগবন্ধু চ্যাটার্জ্জি, রূপনারায়ণ, শীবেন পাল চৌধুরী, বিনয় গোস্বামী, নরম্যান্ এলিস, ডন কুপার, শীলা নেহেরু, পুষ্প চক্রবর্ত্তী, অজন্তা কর এবং রাধারাণী।

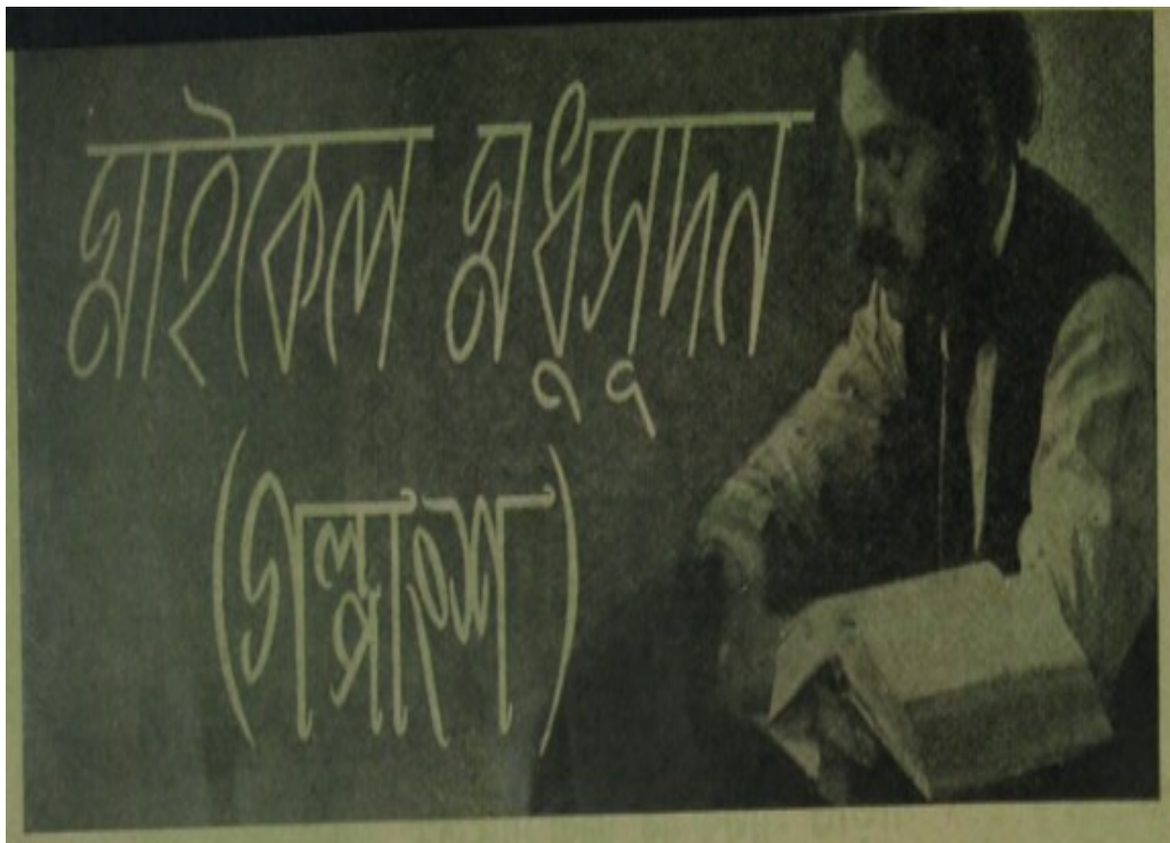


## সূচনা ঃ

"আমি একদিন মহাকবি হবো, তুমি আমার জীবনী লিখ্‌বে তো গৌর?" .....একশ' বছরেরও আগে হিন্দু কলেজের একটি কিশোর ছাত্র তার সহপাঠী গৌরদাসকে উপরোক্ত প্রশ্ন ক'রেছিলো। বিস্মিত গৌরদাস সে-দিন কি উত্তর দিয়েছিলো জানিনা, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে এই কিশোরের সমগ্র জীবনী থেকে আমরা জেনেছি ঃ ঐ ক্ষুদ্র উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রশ্নের মধ্যে কী প্রবল আত্মবিশ্বাসের বীজ প্রচ্ছন্ন ছিলো। যে বালক ছাত্র-জীবন থেকে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক রিচার্ডসনকে অনুকরণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে মনে-প্রাণে নিজেকে ইংরাজ কবিদের সমকক্ষ বলে মনে কর্‌তো; ইংরাজীতে কথা বলা, ইংরাজীতে কাব্য রচনা, ইংরাজের বেশ-ভূষা পরিধান, ইংলণ্ড যাত্রার স্বপ্ন দেখা যার একমাত্র কাম্য হ'য়ে উঠেছিলো; যে বালক যৌবনের মধ্যকালে বিদেশ থেকে নিজের পিতাকে পর্য্যন্ত বাংলা ভাষায় চিঠি লিখ্‌তে পার্‌তো না — ইংরাজী সংস্কৃতির অন্ধ অনুসরণকারী সেই যুবকই একদিন তার সম-সাময়িক বন্ধু-বান্ধবদের 'চ্যালেঞ্জ' ক'রে বাংলা দেশের, বাংলা ভাষার মহাকবি হ'য়েছিলেন। একশ' বছর আগেকার সেই কিশোর বালকই বাংলাভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক, বাংলার নব-জাগৃতির অন্যতম নায়ক — মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত!

## জীবন-নাট্য ঃ

"মুন্সী রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে খৃষ্টান হবে?" ক্ষোভে-দুঃখে-অপমানে সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল ভেঙে প'ড়্‌লেন। মাতা জাহ্নবী দেবী অন্ন-জল ত্যাগ ক'রে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানালেন ঃ 'ঠাকুর! আমার মধুকে ফিরিয়ে দাও।' পাষাণ দেবতার কাণে সে প্রার্থনা পৌছালো না। — মধুসূদন খৃষ্টান হ'লেন। মাতা জাহ্নবী দেবী পুত্রকে অনুরোধ কর্‌লেন ঃ 'বাবা! একটা প্রায়শ্চিত্ত ক'রে ঘরে ফিরে আয়, দত্ত বংশের মুখোজ্জ্বল কর!' মধুসূদন উত্তর দিলেন : 'আমি তো কোনো পাপ করি'নি মা, যে প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌বো; তুমি দেখে নিও মা, একদিন তোমার এই খৃষ্টান ছেলের নামেই দত্ত বংশের মুখোজ্জল হবে।'

খৃষ্টান হবার পরও রাজনারায়ণ পুত্রকে ত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌লেন না — বিশপস্ কলেজে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য মধুসূদনকে মাসিক একশত টাকা খরচ দিতে লাগ্‌লেন। কিন্তু আশৈশব রাজকীয় আড়ম্বরে লালিত-পালিত মধুসূদনের একশত টাকায় কুলোতো না। এই নিয়ে পিতা-পুত্রে মনান্তর ঘটায়, রাজনারায়ণ সমস্ত খরচ দেওয়া বন্ধ ক'রলেন। ফলে, অভিমানী মধুসূদন একদিন কাউকে কিছু না ব'লে দেশত্যাগী হলেন।

সুদূর মাদ্রাজে এসে সহায়-সম্বলহীন মধুসূদন তার খৃষ্টান বন্ধুদের সহায়তায় ব্ল্যাক টাউনের একটি বালক-বালিকাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ পেলেন। উক্ত বিদ্যালয়ের রেবেকা ম্যাক্‌টাভিস নাম্নী তাঁর এক গুণমুগ্ধ ছাত্রীকে বিবাহ ক'রে সংসারী হলেন।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাদ্রাজের বিখ্যাত ইংরাজী পত্রিকাগুলিতে তিনি তাঁর স্বরচিত ইংরাজী কবিতা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ কর্‌তে লাগ্‌লেন। অল্প দিনের মধ্যে তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়্‌লো। উৎসাহিত হ'য়ে তিনি তাঁর প্রথম ইংরাজী কাব্য Captive Lady প্রকাশিত ক'র্‌লেন। কলিকাতার বন্ধু-বান্ধবদের কাছেও বইখানি

পাঠানো হ'ল। কিন্তু কারুর কাছ থেকেই কোনও উৎসাহ পাওয়া গেল না। ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন গৌরদাস বসাক মারফৎ মধুসূদনকে স্পষ্ট জানালেন ঃ তিনি যদি বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করেন তবে এদেশে অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে যাবেন।

মধুসূদনের জিদ বেড়ে গেল। তিনি নূতন উদ্যমে সংস্কৃত, বাংলা, হিব্রু, ল্যাটিন, গ্রীক্, ইংরাজী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলি ছাত্রের মত সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত পড়াশুনা ক'র্তে আরম্ভ ক'রলেন। ফলে, সাংসারিক জীবনে অশান্তির মেঘ ঘনিয়ে এলো।

এই সময় তাঁর পিতা ও মাতা, উভয়েই পরলোক গমন ক'র্লেন। দুরন্ত অভাব-অনটনের মধ্যে ধনীর দুলালী রেবেকা বে-হিসাবী ও খেয়ালী মাইকেলের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে চ'ল্তে পার্লেন না। ফলে, চারটি সন্তানকে নিয়ে তিনি বিবাহ-বিচ্ছেদ ক'রে মাইকেলকে ছেড়ে চ'লে গেলেন।

ঠিক এই সময় ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মত তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন মাদ্রাজের ফরাসী অধ্যাপকের দুহিতা, বিদুষী তরুণী হেনরিয়েটা ;— মধুসূদন দ্বিতীয়বার বিবাহ ক'রলেন।

সম্পূর্ণ নিঃসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায় মধুসূদন মাদ্রাজ থেকে কল্কাতায় ফিরে এলেন। বন্ধু-বান্ধবদের চেষ্টায় অল্প দিনের মধ্যেই তিনি কলকাতার পুলিশ আদালতে কাজ পেলেন এবং পরে সেখানকার ভাষান্তরকারীর পদে উন্নীত হ'লেন।

এই সময় বাংলা দেশে প্রগতিশীল নাট্য-আন্দোলন সুরু হ'য়েছিল। বেলগেছিয়া নাট্য-শালার প্রতিষ্ঠাতা পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও প্রতাপচন্দ্র সিংহ, গৌরদাস বসাকের মারফৎ মধুসূদনকে দিয়ে 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করালেন। এই অনুবাদ নাটক

ইংরাজ এবং এদেশীয় দর্শকদের কাছ থেকে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। উৎসাহিত হ'য়ে মধুসূদন বাংলা ভাষায় তাঁর প্রথম নাটক 'শর্ম্মিষ্ঠা' রচনা ক'রলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মধুসূদনের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়্‌লো। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এই সময় মধুসূদনের সৌহার্দ্দ্য হয়।

একদিন মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে বাজী রেখে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' রচনা ক'রে বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর সৃষ্টি কর্‌লেন। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে মধুসূদন 'শর্ম্মিষ্ঠা', 'কৃষ্ণকুমারী', 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রভৃতি নাটক এবং 'তিলোত্তমা-সম্ভব', 'ব্রজাঙ্গনা', 'মেঘনাদ-বধ', 'বীরাঙ্গনা' প্রভৃতি কাব্য রচনা ক'রে বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির আসনে অধিষ্ঠিত হ'লেন।

ইতিমধ্যে আইনজ্ঞ বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্যে মধুসূদন তার পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করলেন। তবু — মনে তার শান্তি নেই, মনের মধ্যে জেগে উঠ্‌ছে ছাত্র-জীবনের স্বপ্ন: 'I sigh for Albion's distant shore.'

ইংলণ্ড যাওয়ার স্বপ্ন কবিকে পাগল ক'রে তুল্‌লো। তিনি তাঁর সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা ঠিক ক'রে, রাজা দিগম্বর মিত্রকে অছি নিয়োগ ক'র্‌লেন। কলকাতায় হেনরিয়েটাকে এবং ইংলণ্ডে মধুসূদনকে নিয়মিত টাকা পাঠাবার বন্দোবস্ত ক'রে কবি ইংলণ্ড যাত্রা ক'র্‌লেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় রাজা দিগম্বর মিত্র হেনরিয়েটা ও মধুসূদনকে নিয়মিত টাকা পাঠানো বন্ধ করায় মধুসূদনের ব্যারিষ্টারী পড়ায় বিঘ্ন উপস্থিত হ'ল; তিনি হেন্‌রিয়েটা ও ছেলে-মেয়েদের ফ্রান্সে নিয়ে এলেন। বিদেশে অর্থাভাবে মধুসূদন দারুণ কষ্টে দিন কাটাতে লাগ্‌লেন। শেষে দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অর্থসাহায্যে মধুসূদন ব্যারিষ্টারী পাশ ক'রে কল্‌কাতায় ফির্‌লেন।

ব্যারিষ্টারীতে মধুসূদনের পসার জমে উঠ্‌লো; প্রচুর উপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে রাজকীয় আড়ম্বরে 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' সুরু হ'ল। অপরিমিত অর্থব্যয়ের ফলে ক্রমাগত ঋণের জালে জড়িয়ে প'ড়তে লাগ্‌লেন। পাওনাদারদের নির্ম্মম তাগাদায় অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌লেন উনি। দুশ্চিন্তায় এবং মানসিক অশান্তিতে মহাকবির স্বাস্থ্য ভেঙে পড়্‌লো।—তিনি শয্যাশায়ী হ'য়ে প'ড়লেন। নিষ্ঠুর পাওনাদারেরা, তাঁর চোখের সাম্‌নে তার আসবাব-পত্তর টেনে নিয়ে গেল।

অসীম ধৈর্য্যশালিনী প্রিয়তমা পত্নী হেন্‌রিয়েটা, এতদিন নিঃশব্দে স্বামীর সেবা ক'রে আস্‌ছিলেন; ভেতরে ভেতরে তাঁরও শরীর ভেঙ্গে প'ড়েছিলো। তিনিও এবার শয্যাগ্রহণ ক'র্‌লেন।

ধীরে ধীরে মৃত্যুর করাল ছায়া মধুসূদন ও হেন্‌রিয়েটার ওপর নেমে এলো!

— শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

---

# মাইকেল মধুসূদন

## সঙ্গীতাংশ

( ১ )

তুমি যে আমারি কবিতা
মোর কথার ফুল বনে, তুমি যে মধু ঋতু,
তুমি যে আমারি কবিতা।

মোর মানস শতদলে, তুমি যে বীণাপাণি
প্রতিমাসম বিরাজিতা।

সকল গীতি মম, সুরভি ধূপ সম
তোমারে ঘিরিয়া সে জ্বলিছে প্রিয়তম।
তোমারি অনুরাগে, হৃদয়ে মম জাগে
মধুর বাণী নন্দিতা
তুমি যে আমারি কবিতা॥

( ২ )

মাধব, তুহুঁ সে রহলি মধুপুর,
ব্রজপুর আকুল, দু'কুল কলরব
কানু কানু করি ঝুরে।
[ আকুল হ'ল, কেঁদে কেঁদে তারা আকুল হ'ল,
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে,
কেঁদে কেঁদে তারা আকুল হ'ল ]
যশোমতি নন্দ অন্ধ সম বৈধত
সাহসে উঠই না পার।

[ তাদের নয়ন মণি হারাইয়ে,
যশোমতী নন্দ অন্ধ হ'ল ]

[ মাতা কী ব'লে বা কাঁদে রে,
মা যশোদার নয়ন মণি,
একবার এসে দেখা দে বাপ গোপাল রে ]

সোহি যমুনা জল অবহি অধিক ভেল
কহতহি গোবিন্দদাস॥

আই, এন, এ, পিকচার্সের পক্ষ হইতে শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ডি, বোস এণ্ড কোং, ৬৫বি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১৩ হইতে মুদ্রিত